# কল্যাণকর রাষ্ট্র ও কৌটিল্যের ব্যাখ্যা
## ( Concept of Welfare State and Kautilya's Explanation

শ্রী মনোরঞ্জন দে, ( ঢাকা )

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

যে কোন কল্যাণকর রাষ্ট্র উহার নাগরিকদের নৈতিক জীবন (moral) সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। কেননা নৈতিক বলে বলীয়ান নাগরিকরা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিতে সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে। কৌটিল্য এই দিকটি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। এইজন্য তাঁহার সময়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত কারখানায় মাদকদ্রব্য, বিষ ইত্যাদির উৎপাদন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইত। বেসরকারী মালিকানাধীন কারখানায় এইসব দ্রব্য উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হইত না। তদুপরি সেই সময় জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি অবাধে চলার অনুমতি ছিল না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সবসময় কড়া নজর রাখিত। কৌটিল্য বিশ্বাস করিতেন যে এইসব প্রবৃত্তি মানুষের নৈতিক অধঃপতনের সবচাইতে বড় কারণ। সুতরাং এইগুলির নিয়ন্ত্রণ তাহাদের নৈতিক অধঃপতন অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবে।

রাষ্ট্রের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত এবং সঠিক পরিসংখ্যান তথ্য একান্ত প্রয়োজন। আধুনিককালে এই বিষয়ের গুরুত্ব প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। কেননা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিকল্পিত অগ্রগতির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানকালে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারী ( কোন কোন রাষ্ট্রে বেসরকারী ) পর্যায়েও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে। আশ্চর্যজনক হইলেও সত্য যে সেই প্রাচীন যুগে মৌর্য সাম্রাজ্যের পরিকল্পিত অগ্রগতির স্বার্থে কৌটিল্য এইরূপ তথ্য ব্যবস্থার জোর সুপারিশ করেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কৌটিল্য আধুনিক যুগের নমুনা জরীপ এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুসৃত সেন্‌সাস্‌ (census) পদ্ধতির চাইতে এ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ( continuous process ) চালুর সুপারিশ করেন। এই ধরনের পদ্ধতি পরিসংখ্যান তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞানের কথাই বহন করে। তাঁহার সময়ে শহর এবং গ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য দুইধরনের লোক রাষ্ট্রীয় ভাবে নিয়োজিত ছিল "gopa" এবং "sthanika" নামে পরিচিত ছিল। বয়স, কর্ম ও লিঙ্গ ( sex ) ভেদে জনসংখ্যার শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের কাজে এইসব লোক শহর ও গ্রামাঞ্চলে নিয়োজিত থাকিত। তদুপরি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ী-ঘর ও গবাদিপশুর সংখ্যা, সেচ সুবিধা, আবাদী ও পতিত জমির পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহারা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিত। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৌটিল্য বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকদের পরিসংখ্যান রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগ্রহ ও ব্যবহারের জোর সুপারিশ করেন।

উপরোক্ত শ্রেণীর লোকরা তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহা দেখার জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ধরনের গুপ্তচর নিয়োগ করিত। এই শেষোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পিছনে কৌটিল্য দুইটি যুক্তি প্রদর্শন করেন ঃ প্রথমত, রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন কর ও অ-কর রাজস্ব আরোপ ও আদায়ের জন্য সঠিক তথ্যের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সঠিক ও বিস্তৃত পরিসংখ্যান রাষ্ট্রের সুষ্ঠু প্রশাসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যাবশ্যক। উভয় ব্যবস্থাই কল্যাণকর রাষ্ট্রের জন্য যে প্রয়োজন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আধুনিক যুগের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে উপরোক্ত ধরনের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিয়োজিত থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এইসব লোক সততা এবং নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিতেছে কিনা তাহা নিয়ন্ত্রণের তেমন কার্যকরী ব্যবস্থা অনেক দেশেই নাই। এইজন্য রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত লোকদের কাজের গোপন তদারকীর জন্য কৌটিল্যের সুপারিশ মত বিশেষ গুপ্তচর রাখা যায় কিনা তাহা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি চিন্তা করিয়া দেখিতে পারে।

রাষ্ট্রের কল্যাণমুখীকর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন মূলত উহার দক্ষ প্রশাসনযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। আধুনিকযুগে অনেক দেশে পেশাগত দক্ষতার দিক উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমলাতন্ত্রের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে অনেকক্ষেত্রেই দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির উদ্ভব হয়। কৌটিল্য প্রশাসনের এই দিক সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী কার্মকাণ্ড বাস্তবায়নের পেশাগত দক্ষতার উপর ভিত্তি করিয়া কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ করেন।

বর্তমানযুগে অনেক দেশেই আমলাতন্ত্রের লাল ফিতায় সরকারের উন্নয়নমুখী অনেক কর্মকাণ্ড হিতে বিপরীত ফল প্রদান করে। কেননা এইসব কর্মকাণ্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অনেক দেশেই আমলাতন্ত্রের হাতে ন্যস্ত। ফলে সাধারণ জনগণের পক্ষে এই ব্যাপারে অংশগ্রহণ প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহাদের জন্য রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ার কথা তাহাদের পক্ষে নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া আর কিছু করার সুযোগ থাকে না। কৌটিল্য আমলাতন্ত্রের এই ত্রুটী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই জন্য তাহার সময়ে রাষ্ট্রের যে কোন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা এবং মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন ব্যবসায়ী নিষিদ্ধ কোন পণ্যের ব্যবসায় লিপ্ত কিনা বা জনগণের স্বাস্থ্য নষ্ট করে এমন কোন পণ্যের বাজার-জাত করণে জড়িত কিনা উহার খোঁজ নেওয়ার জন্য সহযোগী ব্যবসায়ীদের নিকট রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনুরোধ করা হইত। শহর বা গ্রামাঞ্চলে কোন সন্দেহজনক লোকের আগমন ঘটিলে নিকটস্থ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিকট তাহার সংবাদ দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি অনুরোধ করা হইত। এই প্রক্রিয়ায় জনগণ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করিতে পারিত।

একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রে শিল্প ও সংস্কৃতির ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। কৌটিল্য এই বিষয়েও সচেতন ছিলেন। তাঁহার আমলে জনগণের আমোদ-প্রমোদের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দেশের বিভিন্নস্থানে চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেসব লোক নৃত্য-গীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য নৃত্য-গীত শালা নির্মাণ করিত তাহাদেরকে এই ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এমন কি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে শিল্প ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের

জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে গায়ক-অভিনেতা-নৃত্য-শিল্পী-কবি ইত্যাদি শ্রেণীর লোক নিয়োগ করা হইত। তদুপরি দেশের নাম করা শিল্পীদের রাষ্ট্র সম্মানীভাতা প্রদান করিত। ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে সরকারী খাসজমি প্রদান করা হইত যাহাতে তাহারা ধর্ম প্রচার ও মানুষকে জ্ঞানদান করিতে আগ্রহী হয়। এইসব ব্যবস্থা মৌর্য যুগের নাগরিকদের আত্মিক উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। অথচ বিংশ শতাব্দীর আশি দশকে বাস করিয়াও আমরা এইরূপ কল্যাণমুখী ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারি না, বাস্তবায়ন তো দূরের কথা।

আমাদের চলতি এবং পূর্বের সমস্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কৌটিল্যের কথিত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম যথার্থ অর্থে কল্যাণমুখী বলা যায়। একটি আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্র উহার নাগরিকদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে, কৌটিল্যের রাষ্ট্রব্যবস্থায় উহার চাইতেও বেশী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পাশাপাশি নাগরিকদের জীবনের নৈতিক মান উন্নয়নের বিষয়টি রাষ্ট্রের কল্যাণ-মুখী কর্মসূচীর একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল যাহা আধুনিক যুগের কোন রাষ্ট্রে কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নাগরিকদের সুখে রাজার সুখ এবং তাহাদের দুঃখে রাজার দুখিত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। রাজতন্ত্রের যুগে ইহার চাইতে আর কি উত্তম রাষ্ট্রীয় নীতি হইতে পারে? বিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এমন নীতির কথা শোনা যায় কি? "In the happiness of his subjects lies his happiness, in their welfare his welfare. Whatever pleases himself he shall not consider as his good, but whatever pleases his subjects he shall consider as good" সুতরাং বলা যায় কৌটিল্যের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার নিকট পদদলিত করা হয় নাই। নাগরিকদের কল্যাণের মধ্যেই রাজার ধর্মাচরণ নিহিত বলিয়া কৌটিল্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার অর্থশাস্ত্রে এই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়ঃ "Of a king, the religions vow is his readiness to action, satisfactory discharge of adminis-trative duties is his performance of sacrifice; impartinently to all is the offer of fees and consecra-tion is sacrificial initiation." এই সব বক্তব্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে কৌটিল্য রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে উদ্দীপ্ত একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের কাঠামো আজ হইতে বহু পূর্বে সুপারিশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার কৃতিত্ব নিহিত। তাঁহার কথিত কল্যাণকর ব্যবস্থাসমূহের আবেদন যে বর্তমান যুগেও আছে তাহা আমরা সমাজ দর্পণের পূর্ববর্তী কয়েকটি সংখ্যায় পর্যালোচনা করিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছি।

( চলবে )